যায়যায়দিন

তারিখ JUL 23 2006
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

প্রাথমিক শিক্ষায় সংশ্লিষ্টতা বাড়াতে কর্পরেট প্রতিষ্ঠানগুলোর অ্যাডভোকেসি প্রয়োজন

যাযাদি রিপোর্ট

প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে কর্পরেট প্রতিষ্ঠানগুলো ভূমিকা রাখতে পারে। এ বিষয়ে তাদের সচেতনতা বাড়াতে অ্যাডভোকেসি ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে। শুধু চ্যারিটি বা স্টাইপেন্ড নয়, কর্পরেট প্রতিষ্ঠানগুলোকে সামগ্রিক শিক্ষার মানের ওপর গুরুত্ব দিতে হবে। এছাড়া শিক্ষা খাতে কর্পরেট প্রতিষ্ঠানের সংযুক্ত হওয়ার উপযুক্ত ক্ষেত্র তৈরি করতে হবে সরকার ও বেসরকারি সংস্থাগুলোকে।

গতকাল শনিবার সিরডাপ মিলনায়তনে 'কমিউনিটি-বিজনেস পার্টনারশিপ : ইমপ্রুভিং বেসিক এডুকেশন' শীর্ষক মতবিনিময় সভায় বিভিন্ন কর্পরেট ব্যক্তিত্ব ও এনজিও প্রতিনিধিরা এসব কথা বলেন। অ্যাডভান্সিং পাবলিক ইন্টারেস্ট ট্রাস্ট (এপিআইটি) ও এমআরসি-মোড লিমিটেড যৌথভাবে এ আলোচনার আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে সূচনা বক্তব্য রাখেন এমআরসি-মোড লিমিটেডের নির্বাহী পরিচালক তৌফিক আহমেদ। সঞ্চালকের দায়িত্বে ছিলেন এপিআইটি'র নির্বাহী পরিচালক সাব্বির বিন শামস।

অনুষ্ঠানে প্রাথমিক শিক্ষায় কর্পরেটের সামাজিক দায়িত্ব নিয়ে কমনওয়েলথ এডুকেশন ফান্ড-এর বাংলাদেশ কো-অর্ডিনেটর মুনতাসীম তানভীর, অ্যাকশন এইডের সারানা মুজাদ্দিদ এবং এপিআইটি'র সঞ্জয় বিশ্বাস বক্তব্য রাখেন। এশিয়াটিক মাইন্ডশেয়ার-এর পার্থ প্রতিম ঘোষ বলেন, দেশে শিক্ষা খাতে সরকারি বরাদ্দের মাত্র ১ শতাংশ শিক্ষা উপকরণের জন্য পাওয়া সম্ভব হয়। স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংকের পরিচালক আমিনুল হক বলেন, কর্পরেট প্রতিষ্ঠানগুলো স্কুল ক্রিকেটে সহযোগিতা করছে। মৌলিক শিক্ষার মান বিশ্ব পর্যায়ে নিতে কর্পরেট প্রতিষ্ঠানগুলোকে শিক্ষা নিয়ে কাজ করায় উৎসাহিত করতে হবে।

অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন বশির আহমেদ, হাবিবুর রহমান, রোকেয়া বেগম, সঞ্জীব দ্রং, আনিসুর রহমান, মিজানুর রহমান, বিটপী দাস চৌধুরী, নিয়াজ আহমেদ ভূইয়া প্রমুখ।